

উৎসে ভ্যাট কর্তন বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

VAT Deduction at Source (VDS) Related FAQ

প্রশ্ন-০১: আমরা চাঁদপুরে একটি চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনা করি। হাসপাতালটি বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত। বাস ভাড়া করে দূর থেকে রোগী আনা-নেয়া করা হয়। বাস ভাড়ার বিলের ওপর থেকে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [সঞ্জয় কুমার অধিকারী, এ্যাকাউন্টস অফিসার, মাজহারুল হক বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল, চাঁদপুর।]

উত্তর: আপনার প্রশ্নটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে হবে। প্রথমত, সেবার কোড এস০৩৬.১০ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস)-এর ওপর ভ্যাটের হার ১০ শতাংশ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সার্ভিস যিনি পরিচালনা করেন, তাকে ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে এবং তিনি ভ্যাট পরিশোধ করবেন। তিনি টিকিটের মূল্যের সাথে ভ্যাট যোগ করে তা যাত্রীর নিকট থেকে আদায় করে নেবেন। আপনারা যদি এরূপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাসের টিকিট ক্রয় করে রোগী আনা-নেয়া করে থাকেন, তাহলে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার দায়িত্ব আপনারাদের নেই। আপনারা টিকিটের মূল্য পরিশোধ করবেন, যার মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস ভাড়া প্রদানকারী ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত, আপনারা যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে এই সেবার কোড হবে এস০৪৯ (যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী)। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা তাপানুকূল বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকলে বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। তৃতীয়ত, আপনারা যদি সাধারণ বাসের টিকিট ক্রয় করে থাকেন, তাহলে টিকিটের মূল্যের ওপর কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না এবং এই টিকিটের মূল্যের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। কারণ, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুসারে যাত্রী পরিবহন সেবা ভ্যাটমুক্ত। চতুর্থত, আপনারা যদি সাধারণ বাস সম্পূর্ণরূপে ভাড়া নিয়ে থাকেন, তাহলে সেবাটি হবে যানবাহন ভাড়া প্রদানকারী। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। এমন বাস ভাড়া নিয়ে থাকলে বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

[৬ মার্চ, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-০২: একটি সফটওয়্যার কোম্পানী অন্য একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিল দাখিল করেছে। এই বিল থেকে উৎসে মুসক কর্তন করতে হবে কি-না?

উত্তর: মুসক আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। তাই, বেসরকারী প্রশিক্ষণের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। সেবার কোনো কোডে যেহেতু প্রশিক্ষণ সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, সেহেতু এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা) কোডে প্রশিক্ষণ সেবা অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এই সেবার ওপর এযাবৎ উৎসে ভ্যাট কর্তন বাধ্যতামূলক ছিল না। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটে ০৬ জুন, ২০১৩ তারিখ থেকে এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য হয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তনের যে ৩৭টি সেবা রয়েছে ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ তার অন্তর্ভুক্ত। তাই, এক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-০৩: একটি গার্মেন্টস-এ শ্রমিকদের খাবার দেয়া হয়। খাবার সরবরাহের জন্য একজনকে কন্ট্রাস্ট দেয়া হয়েছে। কন্ট্রাস্টর ৩০ (ত্রিশ) টাকা meal হিসেবে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাস্টর চাল, ডাল ইত্যাদি কিনে এনে গার্মেন্টসের ভিতরে রান্না করে খাবার সরবরাহ করেন। কন্ট্রাস্টরকে বিল পরিশোধ করার সময় উৎসে কত পার্সেন্ট হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

উত্তর: বর্ণিত সেবাটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ক্যাটারার্স সেবার আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, কোথাও যেয়ে খাবার ক্রয় করে খেলে এ ধরনের সেবা ‘রেস্তোরাঁ’ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু খাবার যদি কেউ সরবরাহ দিয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের সেবা ‘ক্যাটারার্স’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারার্স সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫%। সেবাটি আবার উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকায় রয়েছে। অর্থাৎ ক্যাটারার্স সেবা গ্রহণ করলে উৎসে ১৫% ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ক্যাটারার্স খাদ্য সরবরাহ দেয়ার সময় তার মূল্যের সাথে ১৫% ভ্যাট যোগ করে বিল দাখিল করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩০ টাকার মধ্যে ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে বলে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ ৩০ টাকা ভ্যাট-ইনক্লুসিভ (ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত) মূল্য। উক্ত মূল্যকে ৭.৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া যাবে। ৩০ টাকার মধ্যে ভ্যাটের পরিমাণ হবে ৩.৯১ টাকা। খাবার সরবরাহকারীকে ২৬.০৯ টাকা হিসেবে বিল পরিশোধ করতে হবে। ৩.৯১ টাকা ভ্যাট হিসেবে উৎসে কর্তন করতে হবে।

[1৮ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-০৪: মূসকের আওতায় অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?

উত্তর: মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পণ্য/সেবা সরবরাহ নিতে হবে। টেন্ডার, কোটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডারদাতার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনপত্রের ফটোকপি নিতে হবে। ইহা আইনের বাধ্যবাধকতা। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৯ক-তে এরূপ বিধান আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠান অনিবন্ধিত রয়ে গেছে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রয় করার প্রয়োজন হয়। এভাবে যদি অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সরবরাহ নেয়া হয়, স্বাভাবিক নিয়মে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির স্ট্যাটাস বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটির যেহাে ভ্যাট পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা ছিল সেহাে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-০৫: টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত এবং কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?

উত্তর: টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমো ইস্যু করে পণ্য সরবরাহ করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক)-তে এ বিষয়টি উল্লেখ আছে। প্রতিষ্ঠানটি টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতাভুক্ত কি-না তা জানার উপায় হলো প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্তপত্রে ১১ (এগার) ডিজিটের তালিকাভুক্তি নম্বর। ১১ ডিজিটের ৫ম ডিজিট যদি ১ হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাটের আওতায় নিবন্ধিত। যদি ২ হয় তাহলে টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত। আর যদি ৩ হয় তাহলে কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত।

প্রশ্ন-০৬: প্রেস থেকে ভিজিটিং কার্ড ছাপানো হয়েছে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি?

উত্তর: প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনকারী হিসেবে নিবন্ধিত হলে এবং 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আমরা জানি যে, কোন উৎপাদক যদি 'মূসক-১১' চালানসহ পণ্য সরবরাহ দেয়, তাহলে উক্ত উৎপাদক যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং ক-তে এ বিধান বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ৩৭টি সেবার তালিকায় ছাপাখানা অন্তর্ভুক্ত আছে। মূসক চালানপত্র ইস্যু করা সব ভ্যাটযোগ্য পণ্য সরবরাহকারী বা ভ্যাটযোগ্য সেবা প্রদানকারীর আইনী দায়িত্ব। তবে, বাস্তবে অনেকে ভ্যাট চালানপত্র ছাড়া সেবা প্রদান করে থাকে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এভাবে ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা রয়েছে। তাই, এসব ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ওই ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট চালান থাকুক বা না থাকুন প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সাধারণতঃ ভিজিটিং কার্ড ছাপানো প্রতিষ্ঠান ছাপাখানা হিসেবে নিবন্ধিত। তাই, ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-০৭: গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, ওয়াসার বিল থেকে ভ্যাট উৎসে কর্তন হবে কি-না?

উত্তর: এসব পরিসেবার (utilities) বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তা উৎসে কর্তনের আদেশে বলা আছে। অনুগ্রহ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬/০৬/২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ (খ) দেখুন।

প্রশ্ন-০৮: ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না?

উত্তর: ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে অবশ্যই উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হলো: সরকারী দপ্তর, আধা-সরকারী দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর, এনজিও, ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইপিজেড নন-ট্যারিফ এলাকা। এর অর্থ হলো, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকাজে কোন শুল্ক-কর পরিশোধ করবে না। রপ্তানিকাজে শুল্ক-কর পরিশোধ না করার জন্য তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে, যথা: বন্ড লাইসেন্স, অব্যাহতি ও প্রত্যর্পণ। উৎসে ভ্যাট কর্তন একটি ভিন্ন বিষয়। ইপিজেড-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তনকারীর আওতাভুক্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-০৯: ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস-এর নিকট থেকে বাংলালায়ন ব্যান্ডউইথ ক্রয় করে। ম্যাংগো টেলিসার্ভিসেস ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করে 'মূসক-১১' চালানপত্র প্রদান করে। উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।

উত্তর: এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তনের সাধারণ আদেশ নং ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(খ) অনুগ্রহ করে দেখুন। এই সেবাটিকে সেবার কোড নং এস০১২ এর আওতায় (টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার,

টেলেক্স, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সংস্থা ও সিম কার্ড সরবরাহকারী) সেবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এমন ৩৭টি সেবার মধ্যে এই সেবাটি অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে, ভ্যাট প্রদানের প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন: মূসক-১১ চালান থাকতে হবে। আপনার বর্ণনামতে, এখানে বিক্রেতা ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-১০: হোটেল বা রেস্তোরাঁ যদি ইসিআর মেশিনে প্রস্তুতকৃত চালান ইস্যু করে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি? [আশিক মাহমুদ, একাউন্টস অফিসার, Helpage International Bangladesh, ৩৫/ডি, বনানী, ঢাকা।]

উত্তর: হোটেল বা রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: তারিখ ০৬ জুন, ২০১৩ অনুসারে সর্বমোট ৩৭টি সেবার ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উক্ত তালিকার মধ্যে হোটেল-রেস্তোরাঁ অন্তর্ভুক্ত নেই। তাই, হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা প্রদানকারী নিজে যথাযথ নিয়মে তার নিজস্ব সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করবে। তবে, উৎসে কর্তনকারী কোনো কর্তৃপক্ষ হোটেল-রেস্তোরাঁর সেবা গ্রহণ করলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হবে যে, প্রদত্ত সেবার ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে এটা ধরে নেয়া যাবে যে, প্রযোজ্য ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে। ইসিআর দ্বারা প্রস্তুতকৃত চালান ভ্যাট চালান হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ আছে। সেক্ষেত্রে চালানে সেবাদাতার নাম, ঠিকানা, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশান নম্বর, পণ্য/সেবার নাম, মূল্য, ভ্যাটের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হয়। এরূপ ইসিআর দ্বারা ইস্যুকৃত যথাযথ ভ্যাট চালান থাকলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ যদি না থাকে তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-১১: উৎসে ভ্যাট কর্তন করে জমা দেয়ার সময় কোন কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর: উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের কোড ব্যবহার করতে হবে। কারণ, উৎসে কর্তিত ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী জমা দিবেন। তিনি তার ভ্যাট সার্কেলে ট্রেজারি চালান এবং ‘মূসক-১২খ’ ফরমে প্রত্যয়নপত্র পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ভ্যাট নিবন্ধিত হলে, তার দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত ভ্যাট প্রদর্শন করবেন। উৎসে কর্তিত ভ্যাট উৎসে কর্তনকারী যে কমিশনারেটের আওতাধীন সে কমিশনারেটের রাজস্ব বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে।

প্রশ্ন-১২: একটি ব্যাংক তাদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ে, রেজাল্ট দিয়ে ব্যাংক বরাবরে বিল দাখিল করেছে। বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [মোঃ শামীউল ইসলাম, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এন্ডাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা (পশ্চিম) কমিশনারেট, ঢাকা।]

উত্তর: এখানে প্রথমে দেখতে হবে যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যে সেবাটি প্রদান করলো সে সেবাটির শিরোনাম কি। সেবাটি হলো নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা, খাতা পরীক্ষা করা এবং রেজাল্ট প্রদান করা। ভ্যাটের আওতায় সেবাসমূহের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে সেখানে এই সেবাকে সরাসরি কোন সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সেবাটি কনসালট্যান্সী সেবা এবং অন্যান্য বিবিধ সেবা এ দুটি সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেবার সংজ্ঞা দুটি অধিকতর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সেবাটি কনসালট্যান্সী সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, কনসালট্যান্সী সেবার সংজ্ঞা অনুসারে, কোন সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদানকে কনসালট্যান্সী সেবা বলা হয়। আলোচ্য সেবাটি এ ধরনের সেবা নয়। তাই, সেবাটি অন্যান্য বিবিধ সেবা (কোড নং এস০৯৯.২০) হিসেবে বিবেচনা করা ই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অন্যান্য বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান করা হয়েছে। সেবা প্রদানকারী অর্থাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষ সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিল দাখিল করবে। সেবা গ্রহণকারী বিল পরিশোধের সময় ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

[১৩ মার্চ, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-১৩: লিফট আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ এবং স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। কয়েক বছর সার্ভিসিং করে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত বিধান কি? [মোঃ শরিফুল ইসলাম, আর্টিকেল স্টুডেন্ট, এ. কে. আজাদ এ্যান্ড কোং, সিএ ফার্ম, বিজয়নগর, ঢাকা।]

উত্তর: টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য যদি কোন আমদানি করা হয়, তাহলে আমদানি পর্যায়ে শুল্কায়নের সময় টেন্ডার দলিলাদি দাখিল করতে হয়। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হয় না। এভাবে এটিভিমুক্তভাবে আমদানিকৃত লিফট সরবরাহ এবং স্থাপন করার পর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রশ্ন আসে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবার সংজ্ঞা অনুসারে কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় বা অবকাঠামোর অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরূপ যেকোন ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপন, যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ - যা উৎসে কর্তনযোগ্য। কয়েক বছর

লিফট সার্ভিসিং করা হবে। সার্ভিসিং একটি ভ্যাটযোগ্য সেবা। সেবাটি আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রথমত, সেবার কোড নং এস০৩১ (পণের বিনিময়ে করযোগ্য পণ্য মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা) এবং দ্বিতীয়ত, কোড নং এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা)। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অন্যান্য বিবিধ সেবার ক্ষেত্রে বিগত ০৬.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যদি টেন্ডার পাওয়ার পর লিফট আমদানি করা হয়, তাহলে ওপরের ব্যবস্থা। আর যদি পূর্বে আমদানিকৃত লিফট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়, তাহলে যেহেতু আমদানিস্তরে এটিভি পরিশোধ করা আছে, সেহেতু সরবরাহের সময় ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট চালান ইস্যু করা যায়। লিফট সরবরাহ মূল্য এবং লিফট স্থাপন মূল্য আলাদাভাবে বিলে প্রদর্শন করা যায়। তাহলে ব্যবসায়ী কর্তৃক ভ্যাট চালানসহ লিফট সরবরাহ হিসেবে সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য হবে না। লিফট স্থাপন মূল্যের ওপর ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য হবে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থাকবে। আর যদি লিফট সরবরাহের সময় ব্যবসায়ী হিসেবে ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করা না হয়, তাহলে সর্বমোট সরবরাহ ও স্থাপন মূল্যের ওপর ‘নির্মাণ সংস্থা’ হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থাকবে।

[১৮ মার্চ, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-১৪: আমাদের প্রতিষ্ঠান টি. কে. শীপইয়ার্ড লি: পিএফএ আনলোডার প্রস্তুত করে হোলসীম বাংলাদেশ লি:-কে সরবরাহ করেছে। হোলসীম বাংলাদেশ লি: কয়েক কিস্তিতে আমাদের বিল পরিশোধ করেছে। কিন্তু বিল পরিশোধের সময় ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করেছে। আমরা মনে করি, এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। অনুগ্রহ করে আইনসম্মত মতামত দিন। [মো: আরমিয়া ফকির, ব্যবস্থাপক, স্টোর এ্যান্ড সোর্সিং, টি. কে. শীপইয়ার্ড লি:, মেঘনাঘাট, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।]

উত্তর: আপনার সাথে আলোচনাক্রমে যা জানা গেছে তাতে এই পণ্যটির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। তবে, সঠিক মতামত দিতে হলে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আপাতত মনে হয়, উৎসে ভ্যাট কর্তন করা সঠিক হয়নি। এখানে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথমত, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থার একটি বিধান হলো এই যে, কোন প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক যদি ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করে সরাসরি কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে এরূপ সরবরাহের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। কারণ, এরূপ সরবরাহ জোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। আর একটি দৃষ্টিকোণ হলো এই যে, আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি সেবা হলো ‘নির্মাণ সংস্থা’। নির্মাণ সংস্থা সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৫.৫ শতাংশ। ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার সংজ্ঞা হলো: “নির্মাণ সংস্থা অর্থ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি যাহা বা যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভবন, যোগাযোগ মাধ্যম, পরিবহন, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু বা অন্য যে কোনো ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে বা থাকেন; এবং অন্য কোনো অবকাঠামোর সহিত সংযুক্ত হয় বা উহার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ যে কোনো ধরনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সংস্থাপনও (যেমন: শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ফলস সিলিং, লিফট ইত্যাদি) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে”। এই সংজ্ঞাটি মূলত অবকাঠামো সংক্রান্ত। কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা কোন অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত করার জন্য কোন অংশ নির্মাণ করা হলে তা ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবার আওতাভুক্ত হবে।

এখন দেখা যাক, আপনারদের কাজটি প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হবে নাকি ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। পিএফএ আনলোডার একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রটি স্বাধীনভাবে কাজ করে। হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশান এন্ড কোডিং সিস্টেম অনুসারে, এই যন্ত্রটির এইচএস কোড হবে ৮৪.২৮ শিরোনামার অধীন। পণ্যটির বর্ণনা হবে Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics). আপনারা যদি পণ্যটির মূল্য ঘোষণা প্রদান করে থাকেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধ করে ভ্যাট চালানপত্রসহ যদি পণ্যটি সরবরাহ দিয়ে থাকেন, তাহলে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। আপনার সাথে আলোচনায় যা জানা গেছে তাতে আলোচ্য সরবরাহটি অবকাঠামো নির্মাণ বা অবকাঠামোর সাথে সংযুক্ত হয় এমন কোন অংশ নির্মাণ নয়, বরং ইহা একটি পণ্য সরবরাহ। তাই, সরবরাহটি ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

প্রশ্ন-১৫: আমরা একটি প্রতিষ্ঠানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সরবরাহ এবং স্থাপন করে দিয়েছি। উল্লেখ্য, সফটওয়্যারটি আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত করেছি। হার্ডওয়্যার ক্রয় করে সরবরাহ দিয়েছি। সেবা গ্রহণকারী আমাদের সর্বমোট বিলের ওপর থেকে ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। আমাদের মতে, ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা’ হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জেনারেল ম্যানেজার, গ্লোবাল বিডি নেশানওয়াইড লিঃ, সুট নং ৩/এ, বাড়ি নং ৯২, সড়ক- নং ২৩/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।]

উত্তর: আলোচ্য কার্যক্রমটি সেবার কোড এস০৯৯.১০ এর বিপরীতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার (Information Technology Enabled Services) আওতাভুক্ত হবে না। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবাসমূহের কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। কোন সেবা কোন কোড

এবং সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ওই কার্যক্রমের বিবরণ কোন্ সেবার বিবরণের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মিলিয়ে দেখতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো একটি সেবার কার্যক্রম একাধিক সেবার সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন হলে কার্যক্রমটি যে সংজ্ঞার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সে সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করতে হয়। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় কয়েকটি সংজ্ঞা আছে সেক্ষেত্রে এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা এমন একটি সেবা। আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

“তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Animation (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Website Services, Business Process Outsourcing, Data Entry, Data Processing, Call Center, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Hosting, E-Commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving, Any automated services rendered by Internet or Electronic Network, E-Procurement and E-Auction”।

কোন অফিসে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা এবং তা স্থাপন করে চালু করে দিয়ে আসার কার্যক্রম এ বর্ণনার কোন অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ওপরের সংজ্ঞার মধ্যে যদি “software and hardware supply and installation” অন্তর্ভুক্ত থাকতো, তাহলে আলোচ্য কার্যক্রমটি ‘তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা’র আওতায় সংজ্ঞায়িত করা যেত। তাহলে এখন করণীয় কি? টেন্ডারের বর্ণনার ভিত্তিতে আলোচ্য কার্যক্রমের ওপর ভ্যাট সংক্রান্ত করণীয় এখন দুই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পন্ন করা যায়। প্রথমত, যদি টেন্ডারে তিনটি কার্যক্রম আলাদা আলাদা উল্লেখ থাকে, তাহলে সফটওয়্যার সরবরাহের ওপর ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কারণ, সফটওয়্যার আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। দ্বিতীয় তফসিলের মাধ্যমে যেসব সেবাকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, কেবলমাত্র সেসব সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে সফটওয়্যার সরবরাহ ‘যোগানদার’ সেবার আওতাভুক্ত বিধায় সফটওয়্যার সরবরাহটুকু ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচ্য। হার্ডওয়্যার সরবরাহ অংশটুকু ব্যাসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট সংক্রান্ত বিধি-বিধানের আওতায় পড়ে। আপনার প্রতিষ্ঠানটি হার্ডওয়্যার কিনে সরবরাহ দিয়েছে। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত জানতে www.vatbd.com ওয়েবসাইট ক্লিক করুন। অতঃপর VAT Contents ক্লিক করুন। এখন একটি বড় তালিকা পাবেন। এই তালিকার ক্রমিক নং-১৫ VAT on Traders পাঠ করুন। আপনার প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ী হিসেবে বিধি-বিধান পরিপালনকরতঃ ভ্যাট চালান ইস্যু করে হার্ডওয়্যার সরবরাহ দিয়ে থাকে, তাহলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ৩(ক) অনুসারে এই অংশের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। যদি তা না থাকে তাহলে ‘যোগানদার’ হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। স্থাপন বাবদ যে মূল্য নির্ধারিত আছে সে মূল্যের ওপর ‘নির্মাণ সংস্থা’ হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি টেন্ডারে তিনটি কার্যক্রম আলাদা করা না থাকে, তাহলে সর্বমোট মূল্যের ওপর ‘নির্মাণ সংস্থা’ হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য হবে।

[১৯ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-১৬: সফটওয়্যার আমদানি করে সরবরাহ দেয়া হয়েছে এবং ইনস্টল করে দেয়া হয়েছে। সর্বমোট মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। সঠিক আছে কি-না? [মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জিএম, গ্লোবাল বিডি নেশানওয়াইড লিঃ, হাউস নং- ৯২, রোড নং- ২৩, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা।]

উত্তর: উৎসে কর্তন সঠিক হয়নি। এখানে বেশি ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বমোট মূল্য দুইভাগে ভাগ করার প্রয়োজন ছিল, যথা:- সরবরাহমূল্য এবং ইন্সটলেশান মূল্য। সরবরাহ মূল্যের ওপর যোগানদার হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য ছিল। ইন্সটলেশান মূল্যের ওপর নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য ছিল। সফটওয়্যার আমদানি পর্যায়ে এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু সফটওয়্যার সরবরাহ দিলে সরবরাহকারী যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় সরবরাহ মূল্যের ওপর যোগানদার হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। টেন্ডারের বিপরীতে কোন পণ্য আমদানি করে সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, আমদানি পর্যায়ে শুদ্ধায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। তাহলে আমদানি পর্যায়ে এ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) আরোপ করা হবে না। সরবরাহ পর্যায়ে যোগানদার হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুটি কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। যোগানদার কর্তৃক সরবরাহ এবং নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক ইনস্টলেশান। তাই, সরবরাহের ক্ষেত্রে যোগানদার হিসেবে ৪ শতাংশ এবং ইনস্টলেশান এর ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থা হিসেবে ৫.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। বিলে দুটি মূল্য আলাদাভাবে প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত।

[৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-১৭: আমরা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। আমরা সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকি। সাধারণতঃ কমিউনিটি সভা, সংগীতানুষ্ঠান, উঠান বৈঠক, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, র্যালী ইত্যাদি বিষয়ক সভা/অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করি। উক্ত কাজ করতে গিয়ে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যানার ব্যবহার করতে হয়। ব্যানার লিখে এমন কোন ব্যক্তিকে কাপড়ের মূল্য ও ব্যানার লেখার মজুরী বাবদ আমরা বিল পরিশোধ করে থাকি। এমতাবস্থায়, এরূপ বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? [মোঃ কুদরত-ই-খুদা, সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, জামালপুর।]

উত্তর: এক্ষেত্রে ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ সেবা হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ সেবার সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

(ক) বিজ্ঞাপনী সংস্থা অর্থ কোন পণ্যের বা সেবার প্রচারণার বা অন্যকোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যেকোন নামের বা ধরনের বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকরণে বা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বিজ্ঞাপন যেকোন মাধ্যমে বা অন্যকোন পন্থায় প্রচারকরণে বা প্রচারকার্যে সহায়তাকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।

(খ) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েবসাইট বা কোন পত্রিকা, সাময়িকী, ম্যাগাজিন ইত্যাদি এর অনলাইন সংস্করণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইলে উহাও বিজ্ঞাপনী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই সংজ্ঞা অনুসারে আপনার বর্ণিত কার্যক্রমটি ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ সেবার আওতায় পড়ে। কারণ, এখানে কোন প্রচারণার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যানার প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ‘বিজ্ঞাপনী সংস্থা’ সেবার ওপর ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য। এই সেবার ওপর ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই সেবার ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান একটু ভিন্ন ধরনের। তা হলো, সেবা প্রদানকারী ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করবে। ‘মূসক-১১’ চালানপত্র তার স্থানীয় ভ্যাট অফিসের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বা রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। বিলের সাথে যদি এরূপভাবে সত্যায়িত ‘মূসক-১১’ চালান থাকে তাহলে ওই বিল থেকে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আর যদি বিলের সাথে যথাযথভাবে সত্যায়িত ‘মূসক-১১’ চালানপত্র না থাকে তাহলে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। যারা ব্যানার লিখে এরূপ অনেক ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরূপ ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান অনেকে বাস্তবে ভ্যাট প্রদান করে না বিধায় তারা ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে আপনারা যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ব্যানার সরবরাহ নেন তারা যথাযথ ভ্যাট কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করেছেন কিনা তা উল্লেখ করেননি। আমার মনে হয় এরূপ সত্যায়িত ভ্যাট চালান বিলের সাথে নেই। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

[১০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-১৮: আমরা ডোনার ফান্ডেড প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। এই প্রকল্পে কনসালট্যান্সী সেবার ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়। কনসালট্যান্সি অনেক সময় সাব-কনসালট্যান্সি নিয়োগ করেন। সাব-কনসালট্যান্সি-এর বিলের ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয় না। আমাদের পদ্ধতি সঠিক আছে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [মোঃ জসিম উদ্দিন, সিএফও এ্যান্ড কোম্পানী সেক্রেটারী, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানী (আইআইএফসি), আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।]

উত্তর: আপনারা পদ্ধতি সঠিক আছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর শর্তাংশে এ সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কোন প্রকল্পে যদি কোন কন্ট্রাক্টর সেবা প্রদান করেন এবং কন্ট্রাক্টর যদি উক্ত সেবা প্রদানের জন্য কোন সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করেন, তাহলে সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, যদি কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উৎসে ভ্যাট কর্তন করে থাকে এবং কর্তনের স্বপক্ষে দলিলাদি সাব-কন্ট্রাক্টরের দখলে থাকে। সাধারণতঃ এরূপ প্রকল্পে কোন কন্ট্রাক্টর কাজ পান। কন্ট্রাক্টর উক্ত কাজ এক বা একাধিক সাব-কন্ট্রাক্টরকে সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদান করেন। সাব-কন্ট্রাক্টর কাজ সম্পাদন করেন। কাজ সম্পাদন করার পর সাব-কন্ট্রাক্টর, কন্ট্রাক্টরের কাছে তার বিল দাখিল করেন। কিন্তু কন্ট্রাক্টর তখন সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল পরিশোধ করেন না। কারণ, কন্ট্রাক্টর তখনও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তার বিল পাননি। কন্ট্রাক্টর এবার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবরে তার বিল দাখিল করেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কন্ট্রাক্টরকে বিল পরিশোধ করে। বিল পরিশোধ করার সময় প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করে। উৎসে কর্তিত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। জমার স্বপক্ষে ট্রেজারী চালানোর কপি এবং উৎসে কর্তনের স্বপক্ষে ‘মূসক-১২খ’ ফরমে প্রত্যয়নপত্র কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করে। কন্ট্রাক্টর উক্ত ট্রেজারী চালানোর কপি এবং ‘মূসক-১২খ’ ফরমে প্রত্যয়নপত্রের কপি সাব-কন্ট্রাক্টরকে প্রদান করবে। সাব-কন্ট্রাক্টরের বিল থেকে কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪কক) এর শর্তাংশ সহজবোধ্য নয়। তাই, এবিষয়ে প্রায়শঃই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যা চেয়ে মাঠ পর্যায় থেকে পত্র দেয়া হয়। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৬(১৯)মূসক প্রকল্প ও

পরি: ২০১০/০৭ তারিখ: ০৩.০১.২০১৩ এর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ব্যাখ্যার মর্মার্থ উপরের বিবরণের অনুরূপ।

[৬ মার্চ, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-১৯: একটি প্রতিষ্ঠান C007.71 কোডের আওতায় প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল তৈরী করে। ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ সরবরাহ প্রদান করে। এখানে উৎসে মূসক কর্তন করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর: C007.71 বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় একটি Activity Code. উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব পণ্যকে Activity Code এবং ভ্যাটযোগ্য সব সেবাকে Service Code প্রদান করা হয়েছে। Activity Code C007.71 এর পণ্যের বিবরণ হলো: Packaging Material/Products. অর্থাৎ কোনো প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল/প্রোডাক্ট তৈরী করলে তা পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা তাদের পণ্য প্যাকিং করার জন্য ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদি নিজেরা প্রস্তুত না করে, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে উহা ক্রয় করে। যে সব প্রতিষ্ঠান ফয়েল, কার্টন, প্যাকেট ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রি করে, তারা উৎপাদক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু কেউ কেউ ভুল করে এই কাজকে ছাপাখানা বলে মনে করে। উল্লেখ্য, ছাপাখানা অর্থ হলো পুস্তক, পত্রিকা বা অন্যকিছু ছাপার কাজ করা। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য। ছাপার কাজ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় সেবা হিসেবে বিবেচিত এবং সংজ্ঞায়িত আছে। আরো উল্লেখ্য যে, ছাপার পর বাঁধাই করার কাজ ভ্যাটমুক্ত। যাহোক, ফয়েল, প্যাকেট, কার্টন ইত্যাদিতে কিছু ছাপার অংশ থাকতে পারে। যেমন: ফয়েলের ওপর উৎপাদকের নাম, ঠিকানা, ব্র্যান্ড ইত্যাদি ছাপানো থাকে। এখানে ছাপার কাজটি মুখ্য নয়। এখানে ফয়েলটি প্রস্তুত করা মুখ্য বিষয়। তাই, ইহাকে সেবার কোডের আওতায় না রেখে পণ্যের Activity Code এর আওতায় রাখা হয়েছে।

এখন উৎসে ভ্যাট কর্তনের কথাই আসি। আইনের বিধান হলো যে, কোনো উৎপাদনকারী যদি ‘মূসক-১১’ চালান বা ‘মূসক-১১’ চালান হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানসহ কোন পণ্য সরবরাহ করে, তাহলে উক্ত সরবরাহ ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ উক্ত সরবরাহটি সেবা সরবরাহ নয় বরং পণ্য সরবরাহ। পণ্য যদি কেউ উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রয় করে কোথাও সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে তার এই সরবরাহ ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু উৎপাদক সরাসরি ‘মূসক-১১’ চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এই সরবরাহ ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই, এই সরবরাহের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা নেই।

[১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-২০: একটি প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পাওয়ার পর গাড়ি আমদানি করে একটি সরকারী অফিসে সরবরাহ দিয়েছে। বিল পরিশোধের সময় কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

উত্তর: কোনো প্রতিষ্ঠান যদি টেন্ডারের কার্যাদেশ পাওয়ার পর, ওই কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য সরবরাহ দেয়ার জন্য পণ্য আমদানি করে, তবে আমদানি পর্যায়ে অগ্রীম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) প্রদান করতে হবে না। আমদানি পর্যায়ে পণ্য শুদ্ধায়নের সময় টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করলে এটিভি আদায় করা হবে না। ওই পণ্য আমদানির পর কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংযোজন না করে সরাসরি কার্যাদেশ দানকারী দপ্তরে সরবরাহ প্রদান করতে হবে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান বিল পরিশোধের সময় ‘যোগানদার’ হিসেবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অনেক প্রতিষ্ঠান আমদানির সময় অজ্ঞতার কারণে অথবা দ্রুত শুদ্ধায়ন সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করে এটিভি পরিশোধ করে পণ্য খালাস নিয়ে আসে। সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট উৎসে কর্তনের সময় তারা এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আমদানি পর্যায়ে তারা এটিভি পরিশোধ করেছে। এখানে আইনের বিধান হলো, এটিভি যেহেতু ভুলক্রমে পরিশোধ করা হয়েছে, সেহেতু উহা আইনের বিধান পরিপালন করে ফেরৎ নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে বিল পরিশোধের সময় ‘যোগানদার’ হিসেবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-২১: একটি সরকারী হাসপাতাল টেন্ডারের বিপরীতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। টেন্ডারের শর্ত অনুসারে যন্ত্রপাতি স্থাপন করে দিতে হবে এবং যন্ত্রপাতি এক বছর রক্ষণাক্ষণ করতে হবে। এর জন্য আলাদা কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না। টেন্ডার মূল্যে সব অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে কিভাবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?

উত্তর: কোনো পণ্য টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দিলে সাধারণতঃ এ ধরনের সরবরাহ ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হয়। যোগানদার সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনের বিধান আছে। যোগানদার অর্থ হলো শুধুমাত্র পণ্যটি সরবরাহ দেয়া। সরবরাহ দেয়ার পর যদি স্থাপন করা হয়, তাহলে স্থাপনের কাজটি বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ‘নির্মাণ সংস্থা’ সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার

৫.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত। অন্যান্য বিবিধ সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up দিয়ে মূল্য উল্লেখ করতে হয়। মূল্য পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট সেবার বিপরীতে উল্লিখিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হয়। কিন্তু টেন্ডার আহ্বানের সময় এভাবে Break-up না দেয়ায় সাধারণতঃ মূল্য পরিশোধের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, মূল্য পরিশোধের সময় Break-up দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ এবং উৎসে ভ্যাট কর্তন করা যেতে পারে।

[১৩ মে, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-২২: একটি প্রতিষ্ঠান ছাপাখানার সেবা গ্রহণ করেছে। বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করেনি। সমুদয় বিল পরিশোধ করেছে। সেবাদাতার (ছাপাখানা) করণীয় কি?

উত্তর: ভ্যাট উৎসে কর্তন না করার জন্য সেবা গ্রহীতা এবং সেবা দাতা উভয়ে সমানভাবে দায়ী হবেন। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৪৬) অনুসারে “উৎসে কর্তনকারী এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী, মূল্য সংযোজন করের উৎসে কর্তনযোগ্য পরিমাণের জন্য, যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।” আইনে এরূপ যৌথ দায়িত্ব দেয়ার কারণ হলো, উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ভুল করে উৎসে কর্তন না করে, তাহলে সেবা সরবরাহকারী যেন কর্তন করতে বলে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যদি উৎসে কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভ্যাট উৎসে কর্তন না করে সমুদয় বিল সেবা সরবরাহকারীকে প্রদান করে থাকে, তাহলে সেবা প্রদানকারী ভ্যাটের অর্থ সেবা গ্রহণকারীকে ফেরৎ দেবে এবং সেবা গ্রহণকারী উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে।

প্রশ্ন-২৩: র্যাংগ্‌স লিঃ এর নিকট থেকে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিঃ দুটি গাড়ি ক্রয় করেছে। র্যাংগ্‌স লিঃ ‘মূসক-১১’ চালান ইস্যু করেছে। এখানে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [মোঃ হাবিবুর রহমান, ডেপুটি ম্যানেজার, এ্যাকাউন্টস বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোঃ লিঃ, সদর দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।]

উত্তর: এক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। ভ্যাট উৎসে কর্তন সম্পর্কিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক)-তে উল্লেখ আছে যে, ‘মূসক-১১’ চালানপত্র বা ‘মূসক-১১’ চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমেমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা নেই। এ ক্ষেত্রে র্যাংগ্‌স লিঃ উৎপাদক বা ব্যবসায়ী এবং ‘মূসক-১১’ চালানপত্র ইস্যু করেছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২৪: সফটওয়্যার আমদানি করে একটি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের নিয়ম কি? [পল রুয়েল হালদার, উত্তরা, ঢাকা।]

উত্তর: টেন্ডারের বিপরীতে সরবরাহ দেয়ার জন্য কোনো পণ্য যদি আমদানি করা হয়, তাহলে নিয়ম হলো, আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে। আমদানিস্তরে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল করা হলে ৪ শতাংশ অগ্রীম ভ্যাট (এটিভি) আদায় করা হবে না। এই পণ্য সরবরাহ প্রদান করা হলে বিল পরিশোধের সময় ‘যোগানদার’ হিসাবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হবে। অনেকে আমদানি পর্যায়ে টেন্ডার ডকুমেন্ট দাখিল না করার ফলে ৪ শতাংশ এটিভি আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সরবরাহ পর্যায়ে ‘যোগানদার’ হিসাবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে গেলে আপত্তি উত্থাপন করে। এরূপ ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ৪ শতাংশ এটিভি রিফান্ড নেয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। সরবরাহ পর্যায়ে ‘যোগানদার’ হিসাবে ৪ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সফটওয়্যার আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটমুক্ত। তবে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে এবং সরবরাহ পর্যায়ে (যোগানদার) ভ্যাট আরোপিত হবে।

[১ জুন, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-২৫: টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের সম্মানীর ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [শেখ মোজাম্মেল হোসেন, সহকারী হিসাব কর্মকর্তা, জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিঃ, মেন্দীবাগ, সিলেট।]

উত্তর: না। এক্ষেত্রে কোন ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট ভ্যাটযোগ্য সেবার শিরোনাম হলো, ‘বোর্ড সভায় যোগানকারী’। সেবার কোড এস০৫৩.০০। এই সেবার ব্যাখ্যা হলো, “বোর্ড সভায় যোগানকারী অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি (এনজিও), বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা বা লিমিটেড কোম্পানির বোর্ড বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ফি বা সম্মানীর বিনিময়ে যোগান করিয়া থাকেন।” এক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয় হলো কোন বোর্ড সভা বা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগানদানের

জন্য যে ফি বা সম্মানী দেয়া হয় সে ফি বা সম্মানীকে ভ্যাটযোগ্য করা হয়েছে। বোর্ড সভা এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের সভায় যোগানের জন্য কোন ফি বা সম্মানী প্রদান করা হলে তা ভ্যাটযোগ্য হবে না। বিভিন্ন দপ্তরে টেন্ডারের মাধ্যমে অনেক ক্রয় করা হয়। টেন্ডার আহ্বান, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য টেন্ডার কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণতঃ এ ধরনের কমিটিতে অন্যান্য দপ্তর থেকেও সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেক সময় ওই সদস্যদের টেন্ডার কমিটির সভায় যোগানের জন্য ফি বা সম্মানী প্রদান করা হয়। এ ধরনের ফি বা সম্মানীর ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়নি। কিন্তু না জানার কারণে অনেক সময় মাঠ পর্যায়ে এ ধরনের ফি'র ওপর থেকে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হচ্ছে। আবার, উৎসে ভ্যাট কর্তন করা না হলে অনেক সময় অডিট করার সময় আপত্তি উত্থাপন করা হয়। এ ধরনের আপত্তি উত্থাপন আইনসঙ্গত নয়।

[২ জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-২৬: সর্বমোট কত টাকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না?

উত্তর: ভ্যাটের ক্ষেত্রে এরূপ কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব নেই। ভ্যাটের ক্ষেত্রে যারা উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তারা তাদের যেকোন মূল্যের ক্রয়ের ওপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। আয়কর উৎসে কর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধানে এরূপ সর্বনিম্ন স্ল্যাব আছে বলে জানি। ওই বিধান থেকে অনেকের মনে ধারণা জন্মেছে যে, ভ্যাটের ক্ষেত্রেও মনে হয় উৎসে ভ্যাট কর্তনের কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব আছে। আসলে উৎসে ভ্যাট কর্তনের কোন সর্বনিম্ন স্ল্যাব নেই।

প্রশ্ন-২৭: যিনি ভ্যাট উৎসে কর্তন করেন, তিনি কিভাবে দাখিলপত্রে উহা প্রদর্শন করবেন?

উত্তর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৪ এ উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর করণীয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী যদি দাখিলপত্র জমা দিয়ে থাকেন, তাহলে তার দাখিলপত্রের ৫ এবং ১৬ নং ক্রমিকে উৎসে কর্তিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করবেন।

প্রশ্ন-২৮: স্থানীয় বাজার থেকে উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।

উত্তর: কোন ক্রয়ের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা নির্ধারণের জন্য উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বিবেচনায় আনতে হবে। উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে কি-না, স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করা হয়েছে কি-না, তা ভ্যাট উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রধান বিবেচনার বিষয় নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-২ এ বর্ণিত তালিকায় উল্লিখিত ৩৭টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হয়, তাহলে উক্ত তালিকায় বর্ণিত হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ তা উক্ত আদেশের প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। কোন্ কোন্ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না, তা উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ নং-৩ এ বর্ণিত আছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে 'মূসক-১১' চালানপত্র বা 'মূসক-১১' চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমো-মূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, ওই সরবরাহ 'যোগানদার' হিসাবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলেও যদি ক্রয়ের বিপরীতে 'মূসক-১১' চালানপত্র থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-২৯: একটি প্রতিষ্ঠান ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানটি যদি টেন্ডারের বিপরীতে কোনো উৎসে ভ্যাট কর্তনের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরে ওই পণ্য সরবরাহ প্রদান করে, তাহলে ওই সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন?

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে যে পণ্যটি সরবরাহ দেয়া হয়েছে তা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট চালান প্রদান করেছে কি-না তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, যদি কোনো উৎপাদনকারী একই অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকারের পণ্য উৎপাদন করে, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাটমুক্ত উভয় প্রকার পণ্যের জন্য ভ্যাট চালান ইস্যু করতে হবে। ভ্যাট চালান ইস্যু করে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৩(ক)-এ উল্লেখ আছে। আবার, কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো অঙ্গনে শুধু ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করে, তাহলে তার ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো নিয়ম-কানুন পালন করতে হয় না। অর্থাৎ তার ভ্যাট চালানপত্র ইস্যু করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান বিধান হলো, যে পণ্যকে মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রথম তফসিলের মাধ্যমে ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সে পণ্য সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-২(২) এর শেষাংশ দেখুন। আলোচ্য পণ্যটি যদি ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি কোন এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে যোগানদার হিসেবে ৪ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

[২৭ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৩০: একটি সেবা গ্রহণের বিপরীতে আংশিক মূল্য পাওয়া গেছে। এখানে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান কি?

উত্তর: মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে আংশিক মূল্য পাওয়া গেলে পূর্ণ মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়। আইনে এরূপ বিধান থাকলেও বাস্তবে যেটুকু মূল্য পাওয়া যায়, সেটুকু মূল্যের ওপর ভ্যাট উৎসে কর্তন করা হয়। যেমন: নির্মাণ কাজের বেলায় বিল আংশিক দাখিল করা হয়। আংশিক বিল পরিশোধের সময় ওই আংশিক বিলের উপর যে ভ্যাট প্রদেয় হবে, তা উৎসে কর্তন করা হয়।

/১৩ মে, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।/

প্রশ্ন-৩১: উৎসে ভ্যাট কর্তন করার ক্ষেত্রে সব সরবরাহকারী 'মূসক-১২খ' ফরমে প্রত্যয়নপত্র চায় না। কারণ কি?

উত্তর: প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা উৎসে কর্তনকারীর দায়িত্ব। সরবরাহ প্রদানকারী প্রত্যয়নপত্র না চাইলেও সরবরাহগ্রহীতা প্রত্যয়নপত্র ইস্যু ও জারী করবে। প্রত্যয়নপত্র না থাকলে সেবা প্রদানকারী উৎসে কর্তিত অর্থ তার দাখিলপত্রে সমন্বয় করতে পারে না। অনেকে এ বিধান জানা না থাকার কারণে দাখিলপত্রে সমন্বয় করে না। তাই, তারা প্রত্যয়নপত্র চায় না।

প্রশ্ন-৩২: খাবার সরবরাহ নিলে কত পার্সেন্ট ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে?

উত্তর: ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। খাবার সরবরাহ নেয়া অর্থ ক্যাটারিং-এর সেবা নেয়া। অনেকে ভুল করে এই সেবাকে রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে মনে করে থাকে। আবার, অনেকে যোগানদার হিসেবে ৪ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করে থাকে। ইহা সঠিক নয়। কোথাও যেয়ে খাবার খেয়ে আসলে বা খাবার কিনে আনলে ওই সেবা রেস্তোরাঁ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে এসি রেস্তোরাঁর ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, আর নন-এসি রেস্তোরাঁর ওপর ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান নেই। কিন্তু কেউ খাবার সরবরাহ দিয়ে গেলে এই সেবা ক্যাটারিং সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। ক্যাটারিং সেবার ওপর ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

প্রশ্ন-৩৩: শো-রুম থেকে গাড়ী বিক্রি করলে বর্তমানে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি?

উত্তর: শো-রুম থেকে গাড়ী বিক্রির কাজটি আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ট্রেডিং হিসেবে বিবেচিত। তাই, বিক্রেতাকে ট্রেড ভ্যাট-এর যে কোন একটি পদ্ধতিতে থাকতে হবে। ট্রেড ভ্যাট এর ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ১. স্ট্যান্ডার্ড ট্রেড ভ্যাট পদ্ধতি; ২. চার শতাংশ (৪%) হারে ট্রেড ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি; এবং ৩. প্যাকেজ ভ্যাট পদ্ধতি। ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট প্রদান সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গাড়ী বিক্রেতা প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানের সুবিধা পাবে না। কারণ, প্যাকেজ ভ্যাট সুবিধা পায় ছোট ছোট দোকানদার। তাই, গাড়ী বিক্রেতাকে প্রথম দুটি পদ্ধতির মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। প্রথম দুটি পদ্ধতিতেই গাড়ী বিক্রেতা 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে গাড়ী সরবরাহ করবে। সরবরাহ গ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হয় না।

প্রশ্ন-৩৪: একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে ক্রয় করে। তবে, নিজে মূল্য পরিশোধ করে না। প্রতিষ্ঠানটি বিক্রেতাকে লোকাল এলসি প্রদান করে। বিক্রেতা পণ্য সরবরাহের পর এলসি'র নিয়ম অনুসারে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান কি?

উত্তর: ব্যাংক মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ০২ এর উপানুচ্ছেদ (৬)-এ উহা বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন-৩৫: বাণিজ্যিক পণ্য (মডেম) 'মূসক-১১' চালানসহ কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। সরবরাহ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে চায়। এক্ষেত্রে সঠিক বিধান কি?

উত্তর: এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কর্তৃক 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করে মডেম বিক্রি করা হয়েছে। আমরা জানি যে, উৎপাদক বা ব্যবসায়ী ভ্যাট চালানসহ পণ্য বিক্রি করলে ওই সরবরাহ যোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই, আলোচ্য ক্ষেত্রে সরবরাহগ্রহীতা উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না।

প্রশ্ন-৩৬: কোন প্রতিষ্ঠানে আনসার বা ভিডিপি নিয়োগ করা হলে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি?

উত্তর: আনসার ও ভিডিপি যে প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে সে প্রতিষ্ঠান 'সিকিউরিটি সার্ভিস' বা 'মানবসম্পদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নিবন্ধিত নয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ সরকারী, আধা-সামরিক সংস্থা। তবে, ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে, সেবাটি উক্ত যে কোন একটি সেবার

ব্যাক্সার আওতায় পড়বে। উক্ত দুটির সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। দুটি সেবার ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৭: পণ্য আমদানি হয়েছে বিদেশ থেকে। রপ্তানিকারক ডকুমেন্ট প্রেরণ করেছেন। ডকুমেন্টে ডিসক্রিপশ্যন্স আছে। এলসিতে শর্ত ছিল যে, ডকুমেন্টে ডিসক্রিপশ্যন্স থাকলে ৩০ মাঃডঃ কর্তন করা হবে। এখন ৩০ মাঃডঃ কর্তন করা হয়েছে। এই কর্তনের নাম ডিসক্রিপশ্যন্স ফি। প্রশ্ন হলো এই ডিসক্রিপশ্যন্স ফি'র ওপর মূসক প্রদান করতে হবে কি-না? প্রদান করতে হলে কে প্রদান করবে?

উত্তর: সেবার কোড এস০৫৬.০০ (ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী) অনুসারে ডিসক্রিপশ্যন্স ফি'র ওপর ভ্যাট প্রদান করতে হবে। কারণ, এই ফি আদায় ও গ্রহণ করেছে ব্যাংক। ভ্যাট আইন অনুসারে যিনি ফি প্রদান করবেন তিনিই ভ্যাট প্রদান করবেন। এখানে সেবা প্রদানকারী হলো ব্যাংক। আর সেবা গ্রহণকারী ও সেবার মূল্য বা ফি পরিশোধকারী হলো রপ্তানিকারক। তাই, ভ্যাট প্রদান করার দায়িত্ব রপ্তানিকারকের ওপর বর্তায়। ফি'র সাথে ভ্যাট কর্তন করে রাখা যায়। অথবা ফি যদি ভ্যাট-অন্তর্ভুক্ত (VAT-Inclusive) হয়ে থাকে, তাহলে ফি'র পরিমাণকে ৭.৬৬৬৬ দিয়ে ভাগ করলে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিমাণ পাওয়া যাবে। ফি থেকে ভ্যাটের পরিমাণ বিয়োগ করে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া যায়। আর ফি ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন-৩৮: একটি প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম থেকে রড কিনে 'মূসক-১১' চালানসহ সরাসরি যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টরকে সরবরাহ করে। কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন।

উত্তর: বিএসআরএম 'মূসক-১১' চালান দিবে। রড ক্রেতা একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদানের যে কোন পদ্ধতিতে তিনি ভ্যাট প্রদান করতে পারেন। তবে, আলোচ্য ক্রেতার জন্য স্ট্যাভার্ড ভ্যাট পদ্ধতি সুবিধাজনক। তিনি ক্রয়কৃত রডের ওপর মূল্য সংযোজন করে, মূল্য ঘোষণা দিয়ে, ঘোষিত মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করবেন। পূর্বে প্রদত্ত ভ্যাট রেয়াত নেবেন। তিনি 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করবেন। কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। অথবা তিনি ৪ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রদান করে 'মূসক-১১' চালানসহ কন্ট্রাক্টরকে রড সরবরাহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও কন্ট্রাক্টর উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে না। তবে, এক্ষেত্রে রড সরবরাহকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং (ক) অনুসারে কোন ব্যবসায়ী 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ প্রদান করলে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৩৯: কোন প্রতিষ্ঠানে 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার বিধান কি?

উত্তর: যদি কোন অঙ্গনে শুধুমাত্র ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদন করা হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট সংক্রান্ত কোন নিয়ম-কানুন পরিপালন করতে হবে না। এরূপ প্রতিষ্ঠান 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করবে না। যদি পণ্যটি ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। আর যদি এস, আর, ও দ্বারা ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়, তাহলে যোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। যদি কোন অঙ্গনে ভ্যাটযোগ্য এবং ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় পণ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহলে দু ধরনের পণ্যই 'মূসক-১১' চালান ইস্যু করে সরবরাহ করতে হবে। সেক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৩ এর উপানুচ্ছেদ নং (ক) অনুসারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৪০: টেভারের মাধ্যমে সিমেন্ট বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা ব্যাগ। এর মূল্য অনুমোদন আছে ২৩৫ টাকা ব্যাগ। কোন মূল্যের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

উত্তর: 'মূসক-১১' চালানপত্র ইস্যু করা হলে এখানে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার প্রয়োজন নেই। কারণ, উৎপাদনকারী 'মূসক-১১' চালানপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করলে তিনি যোগানদার হিসেবে বিবেচিত হবেন না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৩(ক)-তে ইহা উল্লেখ আছে। তবে, অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে যদি টেভার পাওয়া যায় তাহলে তা ভ্যাটের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে এবং টেভারে উল্লিখিত পরিমাণ পণ্য টেভার মূল্যে ভ্যাট চালান ইস্যু করে সরবরাহ দিতে হবে। ওপরের বিধান অনুসারে সেক্ষেত্রেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না।

প্রশ্ন-৪১: আমাদের প্রতিষ্ঠান সিরামিক সামগ্রী প্রস্তুত করে। 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ একটি প্রতিষ্ঠানে সিরামিক সামগ্রী সরবরাহ দেয়া হয়েছে। উক্ত সরবরাহের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন হবে কি-না এবং যদি কর্তন হয়, তাহলে রেয়াত পাওয়া যাবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন? [আশরাফুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (ভ্যাট), শাইনপুকুর সিরামিকস লিঃ, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, কাশিমপুর, গাজীপুর।]

উত্তর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর উপানুচ্ছেদ নং-(ক) তে উল্লেখ আছে যে, 'মূসক-১১' চালানপত্র বা 'মূসক-১১' চালানপত্র হিসেবে বিবেচিত কোনো চালানপত্রমূলে উৎপাদক/প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, এবং টার্নওভার কর বা কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তালিকাভুক্তি নম্বরসম্বলিত ক্যাশমোমোমূলে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করা হলে, উক্ত সরবরাহ 'যোগানদার' হিসেবে বিবেচিত হবে না বিধায় এরূপ ক্ষেত্রে মূসক উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা নেই। যেহেতু আপনার প্রতিষ্ঠান একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং 'মূসক-১১' চালানপত্রসহ পণ্য সরবরাহ করেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে না। উৎসে ভ্যাট কর্তন এবং রেয়াত দুটি আলাদা বিষয়। রেয়াতের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। এখানে রেয়াত বলতে আপনি যদি উৎসে কর্তিত অর্থ সমন্বয় করাকে বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমার অভিমত হলো, যেহেতু এখানে উৎসে কর্তনের সুযোগ নেই; সেহেতু সমন্বয় করারও কোনো সুযোগ নেই। যদি উৎসে কর্তন করা হয়ে থাকে, তাহলে তা ভুল হয়েছে। ভুলক্রমে সরকারী খাতে অর্থ জমা হলে রিফান্ড নেয়ার বিধান রয়েছে।

[২১ মার্চ, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪২: একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার মেরামত করা হয়েছে। ৫০০ টাকার স্পেয়ার পার্টস এবং ৫০০ টাকা সার্ভিস চার্জ সর্বমোট ১০০০ টাকার বিল দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান কি? [রাফিকুল হোসেন, এলেকট্রিকিউটিভ, ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিঃ, গুলশান-২, ঢাকা।]

উত্তর: এক্ষেত্রে স্পেয়ার পার্টস-এর বিলের ওপর থেকে "যোগানদার" হিসেবে ৪ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে এবং সার্ভিস চার্জের বিলের ওপর থেকে "তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা" হিসেবে ৪.৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ; আর একটি হলো কম্পিউটার মেরামত বা সার্ভিস প্রদান। ভ্যাট চালান বা বিলে এ দুটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করার বিষয়টি ট্রেড ভ্যাটের আওতাধীন। ট্রেড ভ্যাট সংক্রান্ত বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে জানতে পৃষ্ঠা নং-... থেকে ... দেখুন। এরূপক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন স্পেয়ার পার্টস আমদানি বা ক্রয় করে সরবরাহ দেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত যোগাদার হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনের আবশ্যিকতা থাকে। অন্যদিকে, কম্পিউটার মেরামত বা সার্ভিসিং এর কাজ "তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা"র আওতায় সংজ্ঞায়িত হবে। উক্ত সেবার সংজ্ঞার মধ্যে একটি Clause আছে যা হলো - IT Support and Software Maintenance Service. কম্পিউটার মেরামত করা বা কম্পিউটার সার্ভিসিং করানো IT Support Service এর আওতায় পড়ে। উক্ত সেবার ক্ষেত্রে সংকূচিত ভিত্তিমূল্যে ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। অতএব এক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

[২২ জানুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪৩: বন্দরে ডুবে যাওয়া জাহাজ স্যালভেজ করার জন্য বিদেশ থেকে ইকুইপমেন্টসসহ ইঞ্জিনিয়ার আসবেন। বৈদেশিক মুদ্রায় তাদের সেবামূল্য পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না জানাবেন। [তানভির ইবনে মাজেদ, স্বত্বাধিকারী, প্রিস্টাইন মেশিনারীজ, কর্ণেলহাট, চট্টগ্রাম।]

উত্তর: এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে সেবাদাতা এসে সেবা প্রদান করবেন। অর্থাৎ সেবা আমদানি করা হবে। এই সেবাটি 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবার কোড নং- এস০৯৯.২০। এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা নেই। অর্থাৎ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের বিধান রয়েছে। এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংকের ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' উৎসে ভ্যাট কর্তনের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ বর্ণিত সেবাটি ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাটযোগ্য এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য।

[৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪৪: আমরা একটি ফ্রাইট ফরয়ার্ডিং কোম্পানী। শ্রীলংকার সাথে আমাদের জয়েন্ট ভেঞ্চার। আমরা শ্রীলংকার কোম্পানীর ওয়েববেইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করবো। সেজন্যে ওই কোম্পানীকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। সার্ভিস চার্জের ওপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [ফয়েজ মুহাম্মদ কবীর, ম্যানেজার (ফাইন্যান্স), এক্সপো ফ্রাইট লিঃ বাংলাদেশ, ২০৬/এ, তেজগাঁও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, ঢাকা।]

উত্তর: কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না তা নির্ণয়ের জন্য প্রথমে ওই সেবাটি কোন কোডের আওতায় পড়েছে তা নির্ধারণ করতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ভ্যাটযোগ্য সব সেবার কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। যেসব সেবার কোড এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা নেই, সেসব সেবা এস ০৯৯.২০ 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'-র আওতায় পড়বে। আপনার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমাদের ভ্যাট

ব্যবস্থায় সংজ্ঞায়িত 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'-র আওতাভুক্ত হবে। "তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services) অর্থ Digital Content Development and Management, Animation (both 2D and 3D), Geographic Information Services (GIS), IT Support and Software Maintenance Services, Web Site Services, Business Process Outsourcing, Data entry, Data Processing, Call Centre, Graphics Design (digital service), Search Engine Optimization, Web Hosting, E-commerce and Online Shopping, document conversion, imaging and archiving, Any automated services rendered by Internet or Electronic Net-work, E-Procurement and E-Auction." এই সংজ্ঞার মধ্যে ১৯টি বিষয় রয়েছে, যা 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা'-র আওতায় সংজ্ঞায়িত। আপনার কার্যক্রমটি Any automated services rendered by Internet or Electronic Net-work অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, আপনার গৃহীত সেবাটির কোড হলো: এস ০৯৯.১০ এবং সেবার শিরোনাম হলো: 'তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সেবা (Information Technology Enabled Services)'। এই সেবার ওপর ভ্যাটের হার ৪.৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। তাছাড়া, সব সেবা আমদানির ওপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান আছে। অর্থাৎ আপনার প্রতিষ্ঠান যখন ব্যাংকের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ প্রেরণ করবে, তখন ব্যাংক ৪.৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

[১৫ জুলাই, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪৫: টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী বিদেশ থেকে এক্সপোর্ট এনে মেশিনারীজ ইনস্টল করছে, তাদের পেমেন্ট দিচ্ছে। ইহা কোন ধরনের সেবা। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি?

উত্তর: এই সেবাটিকে দুটি সেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একটি হলো কনসালট্যান্সী সেবা (কোড নং- এস০৩২.০০), অপরটি হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা (কোড নং- এস০৫১.০০)। এ দুটি সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ এবং দুটি সেবার ক্ষেত্রেই উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিধান রয়েছে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে সেবাটি আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকৃত সব ভ্যাটযোগ্য সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তনযোগ্য। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য পরিশোধের সময় ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৪৬: প্যাস্সার দুবাই ক্রয়াদেশ প্রেরণ করেছে। ক্রেতা সুইডেনে। সরবরাহ দিবে প্যাস্সার বাংলাদেশ। প্যাস্সার দুবাইকে বিক্রয় কমিশন দিতে হবে। কমিশনের ওপর সাধারণভাবে ভ্যাট আরোপিত আছে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানি রপ্তানি করেছে বিধায় ভ্যাট কর্তন করতে হবে কি-না তা অনুগ্রহ করে জানাবেন। [জাহেদুর রহমান, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাক্সেস, প্যাস্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড।]

উত্তর: ইপিজেড এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ থাকে যে, তারা কী কী উপকরণ শুষ্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি বা ক্রয় করতে পারবেন। বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত উক্ত উপকরণসমূহ তারা শুষ্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি করে, তা ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করবে। যেহেতু এসব উপকরণ শুষ্ক-করাদিমুক্ত, সেহেতু রপ্তানি করার পর আর রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু যেসব উপকরণ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ নেই সেসব উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুষ্ক-করাদি ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর উপকরণের ওপর ইতোপূর্বে পরিশোধিত শুষ্ক-করাদি রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিকারক প্যাস্সার, দুবাই-কে কমিশন প্রদান করছে। অর্থাৎ রপ্তানিকারক প্যাস্সার, দুবাই-এর সেবা গ্রহণ করছে। ওই সেবা তার রপ্তানির উপকরণ। ওই সেবা তার বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত আছে কি-না তা দেখতে হবে। অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না এবং ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না। সাধারণত এমন সেবা বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। তবে, ওই পণ্য রপ্তানির পর ব্যাংক কর্তৃক উৎসে কর্তিত ভ্যাট রপ্তানিকারক রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

[১৫ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪৭: ইপিজেড-এ অবস্থিত একটি বিদেশী কোম্পানী সেবা আমদানি করে। সাধারণ ক্ষেত্রে সেবা আমদানি করা হলে ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। এক্ষেত্রে ইপিজেড-এ অবস্থিত কোম্পানী কর্তৃক সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি-না সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে মতামত দিন। [জাহেদুর রহমান, এ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাক্সেস, প্যাস্সার বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা ইপিজেড।]

উত্তর: ইপিজেড এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ড লাইসেন্স দেয়া আছে। তারা কী কী উপকরণ শুষ্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি বা ক্রয় করতে পারবে তা বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ থাকে। বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত উক্ত উপকরণসমূহ তারা শুষ্ক-করাদিমুক্তভাবে আমদানি করে থাকে। উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করে। যেহেতু এসব উপকরণ শুষ্ক-করাদিমুক্ত, সেহেতু রপ্তানি করার পর আর রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নেয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু যেসব উপকরণ রপ্তানিকারকের বন্ড লাইসেন্সে উল্লেখ নেই সেসব উপকরণ আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শুষ্ক-করাদি পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির পর উপকরণের ওপর ইতোপূর্বে পরিশোধিত শুষ্ক-করাদি রেয়াত বা

প্রত্যর্পণ নেয়া যায়। এক্ষেত্রে ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত রপ্তানিকারক সেবা আমদানি করেছে। সেবা তার রপ্তানির উপকরণ। ওই সেবা তার বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত আছে কি-না তা দেখতে হবে। অন্তর্ভুক্ত থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না এবং ব্যাংক ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে না। আর বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। ব্যাংক উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে। সাধারণত সেবা বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তবে, পণ্য রপ্তানির পর ইতোপূর্বে ব্যাংক কর্তৃক উৎসে কর্তিত ভ্যাট রপ্তানিকারক রেয়াত বা প্রত্যর্পণ নিতে পারবেন।

[২ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪৮: একটি ব্যাংক নিউইয়র্কের একটি ব্যাংকের সাথে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করার জন্য নিউইয়র্কে এজেন্ট নিয়োগ করেছে। উক্ত এজেন্টকে বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর: আলোচ্য ক্ষেত্রে বিদেশে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে অবস্থিত একটি ব্যাংক। যদিও এই সেবাটি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি কিন্তু সেবাটি ভোগ করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি ব্যাংক। এই সেবার বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তাই, এই কর্মকাণ্ডটি সেবা আমদানি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। সেবার মূল্য পরিশোধিত হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ উৎসে কর্তন করে যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করবে। এখানে সেবাটি ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ হিসেবে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

[১৪ মে, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৪৯: ব্যাংক বিদেশের বিজনেস ডাইরেক্টরীতে ব্যাংকের তথ্যাদি ছাপায় এবং সে বাবাদ ফি প্রদান করে। এই ফি’র ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি-না অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর: বিষয়টি সেবা আমদানি। ভ্যাট প্রযোজ্য হবে এবং ফি পরিশোধের সময় ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ হিসেবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। পূর্বের প্রশ্নের জবাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৫০: হোটেল রূপসী বাংলা ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের লোগো ব্যবহার করার জন্যে চুক্তি করেছে। চুক্তির আওতায় হোটেল রূপসী বাংলা প্রতি মাসে ৩০ হাজার মাঃ ডলার ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপকে প্রেরণ করে। ডলার প্রেরণ করার সময় ব্যাংক আয়কর উৎসে কর্তন করে। ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে কি? [মোঃ ফজলে রাব্বী, একাউন্টস অফিসার, হোটেল রূপসী বাংলা, ঢাকা।]

উত্তর: ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের সুনাম ব্যবহার করার অর্থ হলো ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপের সেবা গ্রহণ করা। কার্যক্রমটি সেবা আমদানির আওতাভুক্ত। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহির হতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী ভ্যাট প্রদান করবেন। একই আইনের ধারা-৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) অনুসারে, বাংলাদেশের বাহির হতে সেবা সরবরাহ গ্রহণ করা হলে যখন আংশিক বা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়, তখন ভ্যাট প্রদেয় হবে। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ক এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে, সেবা আমদানির ক্ষেত্রে সেবার মূল্য পরিশোধের সময় প্রদেয় ভ্যাট ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উৎসে কর্তন করবে। এক্ষেত্রে সেবাটির কোড হবে এস০৯৯.২০ (অন্যান্য বিবিধ সেবা), প্রযোজ্য ভ্যাটের হার হবে ১৫ শতাংশ, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৮ঙ এর বর্ণনায় যে কমিশন উল্লেখ আছে, আলোচ্য কমিশন উক্ত কমিশনের আওতায় পড়ে না। বিধি-১৮ঙ অনুসারে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিট ইত্যাদি প্রদান করা হলে উক্তরূপ লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন বা পারমিটে উল্লেখিত শর্তের আওতায় রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি গ্রহণ করা হলে তা ভ্যাটযোগ্য। এ বিষয়গুলো আমদানি সংক্রান্ত নয়, স্থানীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত। যাহোক, এক্ষেত্রেও ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তনের বিধান রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্রুপকে মূল্য পরিশোধ করার সময় ব্যাংক ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

প্রশ্ন-৫১: একটি প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে একটি কেমিক্যাল আমদানি করে। উক্ত কেমিক্যাল ব্যবহারের বিশেষ নিয়ম-কানুন রয়েছে যা উক্ত বিদেশী কোম্পানির টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞগণ জানান। বিদেশ থেকে উক্ত কোম্পানির টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ আনতে হলে অনেক খরচ হয়। তাই, আমাদের দেশের একজন বিশেষজ্ঞ বিদেশে অবস্থিত উক্ত কোম্পানিতে গিয়ে উক্ত কেমিক্যাল ব্যবহারের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান শিখে এসেছেন। আমাদের দেশের উক্ত ব্যক্তি বর্তমানে এই সেবা প্রদান করেন। তাকে বিদেশের প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের মাধ্যমে টেকনিক্যাল সার্ভিস ফি বাবদ মূল্য পরিশোধ করে। ব্যাংক ১০ শতাংশ অগ্রীম আয়কর এবং ১৫ শতাংশ ভ্যাট কর্তন করে। ভ্যাট কর্তন করা সঠিক আছে কি? [মোঃ হাফিজুর রহমান, জিএম (ট্যাক্স, ইন্সুরেন্স এন্ড ভ্যাট), নোমান গ্রুপ, ১১৪-১১৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।]

উত্তর: এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করা সঠিক আছে। আলোচ্য সেবাটি ‘অন্যান্য বিবিধ সেবা’ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সেবার ওপর ভ্যাট অব্যাহতি নেই। সেবাটি দেশে প্রদান করা হচ্ছে। দেশি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সেবাটি প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মূল্য বিদেশ থেকে

প্রদান করা হচ্ছে বিধায় ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কি না তা মনে হতে পারে। কোন সেবার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা তা বিচার করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে যে ওই সেবাটির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা আছে কিনা। তারপর দেখতে হবে যে, সেবা প্রদানটি রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হয় কিনা। আলোচ্য সেবাটির ওপর মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিল অনুযায়ী ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাছাড়া, ভ্যাট অব্যাহতি সংক্রান্ত মূল প্রজ্ঞাপন নং ১৬৭-আইন/২০১৩/৬৭১-মূসক, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর “টেবিল-৪” এর মাধ্যমে আলোচ্য সেবাটির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আলোচ্য সেবাটি রপ্তানি করা হচ্ছে না। সেবাটি দেশের অভ্যন্তরে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, কার্যক্রমটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানি (deemed export) হিসেবেও বিবেচিত হবে না। তাই, এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তনযোগ্য।

[৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৫২: সিগারেট শিল্প-প্রতিষ্ঠান কৃষকদের নিকট থেকে টেন্ডার ছাড়া সরাসরি তামাক পাতা ক্রয় করে থাকে। এই ক্রয়ের ওপর ‘জোগানদার’ হিসেবে ভ্যাট উৎসে কর্তন করার জন্য কোন কোন স্থানীয় ভ্যাট অফিস থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে অনুগ্রহ করে আপনার মতামত দিন। [দেবশীষ বড়ুয়া, ট্যাঙ্গল এ্যান্ড এক্সাইজ ম্যানেজার, ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো, বাংলাদেশ, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।]

উত্তর: সিগারেট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে তামাক পাতা ক্রয় করে থাকে। যদি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হয় (সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), তাহলে জোগানদার সেবা হিসেবে ৪ (চার) শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। জোগানদার সেবার বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে, কোটেশান বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে এমন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে জোগানদার বলা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ২ এর উপানুচ্ছেদ (২) অনুসারে, করযোগ্য পণ্য বা সেবা বলতে ভ্যাট আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলে যে পণ্য বা সেবা অন্তর্ভুক্ত নেই, সেসব পণ্য বা সেবাকে বুঝাবে। অর্থাৎ এস,আর,ও এর মাধ্যমে যেসব পণ্য বা সেবাকে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে সেসব পণ্য বা সেবা সরবরাহ দিলে ওই সরবরাহ জোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। অপ্রক্রিয়াজাত তামাক যেহেতু এস,আর,ও দ্বারা ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু পূর্বেই আদেশ অনুসারে এই পণ্যটি করযোগ্য বিধায় এই পণ্য ক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে জোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। ০৬.০৬.২০১৩ তারিখের পূর্বে জোগানদার সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ ছিল যে, যেকোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ জোগানদার সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই, তখন আরো প্রবলভাবে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক ক্রয়ের ওপর জোগানদার হিসেবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার আবশ্যিকতা ছিল।

তবে, উৎপাদন পর্যায়ে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের মধ্যে কোন কোনটি ভ্যাটমুক্ত এ বিষয় নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন এ্যান্ড কোডিং সিস্টেম (এইচ এস সিস্টেম) অনুসারে, অপ্রক্রিয়াজাত তামাক এর শিরোনাম হলো ২৪.০১। এই শিরোনামের অধীন তিনটি এইসএস কোড রয়েছে। যথা: এক. ২৪০১.১০.০০ (অপ্রক্রিয়াজাত তামাক); দুই. ২৪০১.২০.০০ (আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রক্রিয়াজাত তামাক); এবং তিন. ২৪০১.৩০.০০ (তামাক বর্জ্য)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস,আর,ও নং ১৬৭-আইন/২০১৩/৬৭১-মূসক, তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর টেবিল-৩ অনুসারে ২৪.০১ শিরোনামার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোডের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড বলতে ওপরের তিনটি এইচ এস কোডের মধ্যে কোন কোনটি বুঝায় তা স্পষ্ট নয়। Explanatory Notes to the Harmonized Commodity Description and Coding System এর ব্যাখ্যা অনুসারে অপ্রক্রিয়াজাত তামাক হলো ‘unmanufactured tobacco in the form of whole plant or leaves in the natural state or as cured or fermented leaves, whole or stemmed/stripped, trimmed or untrimmed, broken or cut (including pieces, cut to shape but not tobacco ready for smoking.’ এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ধূমপানের উপযোগী সিগারেট/বিড়ি ইত্যাদি ব্যতীত আর সব ধরনের তামাক ২৪.০১ শিরোনামার আওতাভুক্ত হবে। সে অনুযায়ী উপরোল্লিখিত এস, আর, ও অনুসারে প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত সব ধরনের তামাক বা বর্জ্য ভ্যাটমুক্ত। কিন্তু উপরে বর্ণিত এস, আর, ও অনুসারে স্পষ্টভাবে শুধুমাত্র অপ্রক্রিয়াজাত তামাককে ভ্যাটমুক্ত করা হয়েছে। যদিও এখানে ইংরেজি ‘unmanufactured’ শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ‘অপ্রক্রিয়াজাত’। তাই, উৎপাদন পর্যায়ে এই তিনটি এইচ এস কোডের মধ্যে কোন কোন কোডের বিপরীতের পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপিত হবে না সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নেয়া যায়।

[১৯ আগস্ট, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৫৩: একজন ফিল্যান্ডার ফটোগ্রাফার আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছবি তোলে। তার দাখিল করা বিলের ভিত্তিতে তাকে মূল্য পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে ভ্যাটের বিধান কি? [মোহাম্মদ ওয়াজিউর রহমান, সিনিয়র এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর-ফাইন্যান্স এ্যান্ড এ্যাকাউন্টস, ডি-নেট, ৬/৮, হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।]

উত্তর: এক্ষেত্রে ‘যোগানদার’ হিসেবে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হবে, যা উৎসে কর্তনযোগ্য। সেবাটি ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে- ‘ফটো নির্মাতা’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ, ফটোনির্মাতার সংজ্ঞায় বলা আছে যে, ফটো প্রস্তুতকরণ বা ফিল্ম প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। আলোচ্য ক্ষেত্রে যিনি ফটো তুলেন তার কোন ফটো প্রস্তুতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণের স্টুডিও বা ল্যাবরেটরি নেই। তিনি অন্য কোন ল্যাবরেটরি থেকে ফটো প্রস্তুত বা প্রক্রিয়াকরণ করে সরবরাহ দিচ্ছেন। তাই, এক্ষেত্রে সরবরাহকারীর সেবাটি ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, ‘যোগানদার’ সেবার সংজ্ঞায় উল্লেখ আছে যে, কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে করযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে সরবরাহকারী ‘যোগানদার’ হিসেবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে যোগানদার সেবা হিসেবে বিল থেকে ৪ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। অবশ্য আপনার প্রতিষ্ঠানটি যদি সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), ব্যাংক, বীমা বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলেই প্রদত্ত সেবাটি ‘যোগানদার’ সেবা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

[২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৫৪: উৎপাদনস্থল হতে ভ্যাট চালানসহ ফার্গিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তন করার নিয়ম কি?

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্গিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান আছে। ফার্গিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং বিপণনস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্গিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ ‘মূসক-১১’ চালানপত্র প্রদর্শন করতে হবে। প্রয়োজনে উৎপাদনস্তরে প্রযোজ্য ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুম থেকে ফার্গিচার সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি উৎপাদনস্তরে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে ৬%+৪% সর্বমোট ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে।

উৎপাদনস্থল হতে যদি সরাসরি ফার্গিচার সরবরাহ করা হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার হবে ৬ শতাংশ। তবে, সব দলিলাদি উৎপাদনস্থলের ঠিকানায় হতে হবে। যেমন: মূল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনাক্তকরণ সংখ্যা ইত্যাদি। তাছাড়া, টেন্ডার দাখিলের সময় কোটেশন এবং অন্য সব দলিলাদিতে উৎপাদনস্থলের ঠিকানা থাকলে এই সরবরাহ উৎপাদনস্থল হতে করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সরবরাহ যখন উৎপাদনস্থল থেকে করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে সব দলিলাদি আছে তখন এখানে ৬ শতাংশ হারে ভ্যাট উৎসে কর্তন করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং ২৫/মূসক/২০১৩ তারিখ: ০৬ জুন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ নং ২(১) অনুসারে যে ৩৭টি সেবার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে, তার মধ্যে ফার্গিচার রয়েছে। তাই, এক্ষেত্রে ভ্যাট চালানপত্র থাকলেও উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

[২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত।]

প্রশ্ন-৫৫: শো-রুম থেকে ভ্যাট চালানপত্র ব্যতীত উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট ফার্গিচার সরবরাহ করা হয়েছে। এখানে কিভাবে উৎসে ভ্যাট কর্তন করতে হবে?

উত্তর: আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফার্গিচার একটি সেবা হিসেবে বিবেচিত। এভাবে সেবা হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আইনে বিধান রয়েছে। ফার্গিচার সেবার ওপর উৎপাদনস্তরে ভ্যাটের হার ৬ শতাংশ এবং বিপণনস্তরে অর্থাৎ শো-রুমে ভ্যাটের হার ৪ শতাংশ। তবে, শো-রুমে ৪ শতাংশ ভ্যাট দিতে হলে এই ফার্গিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করার প্রমাণস্বরূপ ‘মূসক-১১’ চালানপত্র প্রদর্শন করতে হয়। প্রয়োজনে উৎপাদনস্তরে পরিশোধিত ভ্যাটের অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান উপস্থাপন করা যেতে পারে। শো-রুমে যদি উৎপাদন স্তরে ৬ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন করা না হয়, তাহলে শো-রুমে ১০ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনস্তরের ৬ শতাংশ ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪ শতাংশ ভ্যাট একত্রে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎসে ভ্যাট কর্তনকারীর নিকট শো-রুম থেকে ফার্মিচার সরবরাহ করা হয়েছে। কোনো ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করা হয়নি। তার অর্থ হলো, এই ফার্মিচারের ওপর উৎপাদন পর্যায়ের ৬ শতাংশ ভ্যাট এবং শো-রুমের ৪ শতাংশ ভ্যাট অপরিশোধিত রয়েছে। তাই, উৎসে ভ্যাট কর্তনকারী বিল পরিশোধের সময় সর্বমোট ১০ শতাংশ ভ্যাট উৎসে কর্তন করবে।

- সমাপ্ত -